

# Port, logistics upgrade urgent to boost US-BD trade

## FE REPORT

Comprehensive reforms in Bangladesh's port and logistics sector are urgent to enhance trade efficiency and woo greater US investment, suggests the American trade chamber in Bangladesh.

The American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham) call came from a meet in Dhaka on Monday -- at a time when the two countries are set to strike comprehensive trade and tariff deals.

The AmCham Breakfast Meeting, fronting the banner 'Port & Logistics Management', held at The Westin Dhaka and supported by UPS Bangladesh, brought together industry leaders, policymakers and international stakeholders to discuss challenges and opportunities in the sector.

Rear Admiral S M Moniruzzaman, Chairman of the Chittagong Port Authority (CPA), and Philip Grove, Director of Business Development at Ellicott Dredge Enterprises, LLC, attended the function as guest speakers. AmCham President Syed Ershad Ahmed, in his opening remarks, reminded that the logistics sector employs about 7.0 million people and contributes nearly 20 per cent to Bangladesh's GDP. Despite its importance, the sector remains underdeveloped and fragmented, with Bangladesh ranking low on global indices on account of customs clearance and infrastructure.

"Although a logistics policy was drafted in 2024, its implementation has yet to begin. A comprehensive strategy, supported by all stakeholders, is vital to unlock the sector's full potential and enhance competitiveness," he said.

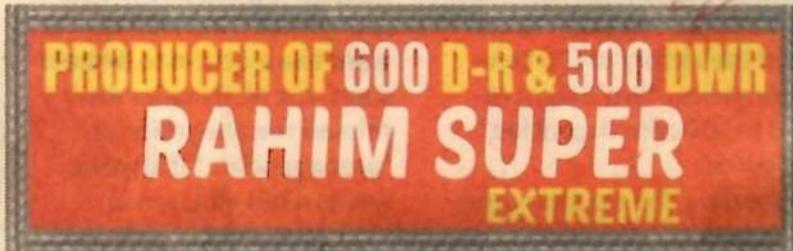
AmCham also prods for bets woo greater American investment

*Current modernization package includes e-gates, real-time cargo tracking, partnerships with big-name global operators like TSC, B2W, Maersk, MSC: CPA chairman*

Mr. Philip Grove, reflecting on his 16 years of engagement with Bangladesh, stressed real-time data, visibility in logistics, and modern technology-driven solutions to streamline cargo tracking and reduce trade costs. He also highlighted opportunities for collaboration between Bangladeshi stakeholders and US-based solution providers.

The session included a moderated dialogue led by Chowdhury Kaiser Mohammad Riyadh, Executive Director of AmCham Bangladesh.

| SEE PAGE 7 COL 6



# Port, logistics upgrade urgent

## | FROM PAGE 1 COL 8

Discussions focused on improving US export potential, creating a more attractive environment for investment, and tackling systemic challenges in Bangladesh's logistics ecosystem.

Prominent sector leaders shared their perspectives.

Among them were Captain Sohail Hasan, Managing Director and CEO, Western Marine Shipyard, Engr. Harun-

Bangladesh, and Syed Mohammad Tarique, Head of Customer Relations, RSGT Bangladesh.

Rear Admiral Moniruzzaman highlighted Bangladesh's rapid progress in modernizing its ports. Currently, Chittagong Port handles over 96 per cent of the country's trade and 98 per cent of container traffic.

"To reduce dependency on a single port, the government is

population under 27 years of age, there is a pressing need to invest in capacity building, ensure policy consistency, and align with global standards," he added.

The CPA chairman also stressed the importance of green port development to meet carbon-reduction targets while positioning Bangladesh as a trade-ready hub by 2030.

The event concluded with a

Rear Admiral S M Moniruzzaman, Chairman of the Chittagong Port Authority (CPA), and Philip Grove, Director of Business Development at Ellicott Dredge Enterprises, LLC, attended the function as guest speakers. AmCham President Syed Ershad Ahmed, in his opening remarks, reminded that the logistics sector employs about 7.0 million people and contributes nearly 20 per cent to Bangladesh's GDP. Despite its importance, the sector remains underdeveloped and fragmented, with Bangladesh ranking low on global indices on account of customs clearance and infrastructure.

"Although a logistics policy was drafted in 2024, its implementation has yet to begin. A comprehensive strategy, supported by all stakeholders, is vital to unlock the sector's full potential and enhance competitiveness," he said.

Mr. Philip Grove, reflecting on his 16 years of engagement with Bangladesh, stressed real-time data, visibility in logistics, and modern technology-driven solutions to streamline cargo tracking and reduce trade costs. He also highlighted opportunities for collaboration between Bangladeshi stakeholders and US-based solution providers.

The session included a moderated dialogue led by Chowdhury Kaiser Mohammad Riyadh, Executive Director of AmCham Bangladesh.

| SEE PAGE 7 COL 6

**PRODUCER OF 600 D-R & 500 DWR**  
**RAHIM SUPER**  
**EXTREME**

## Port, logistics upgrade urgent

| FROM PAGE 1 COL 8  
Discussions focused on improving US export potential, creating a more attractive environment for investment, and tackling systemic challenges in Bangladesh's logistics ecosystem.

Prominent sector leaders shared their perspectives. Among them were Captain Sohail Hasan, Managing Director and CEO, Western Marine Shipyard, Engr. Harun-Ur-Rashid, CEO and Country Head, Mediterranean Shipping Company Bangladesh Ltd, Yasser Rizvi, Additional Managing Director, Summit Alliance Port Limited and BICDA representative, Kabir Ahmed, Chairman and CEO, Conveyor Logistics Ltd, Syed Mohammad Arif, Chairman, Bangladesh Shipping Agents' Association, Mohiuddin Abdul Kadir, President, CILT

Bangladesh, and Syed Mohammad Tarique, Head of Customer Relations, RSGT Bangladesh.

Rear Admiral Moniruzzaman highlighted Bangladesh's rapid progress in modernizing its ports. Currently, Chittagong Port handles over 96 per cent of the country's trade and 98 per cent of container traffic.

"To reduce dependency on a single port, the government is working on a JICA-backed national port policy, set to be finalized by year-end," the prime port's chief operator told the audience.

He said the modernization drive includes digital solutions such as e-gates and real-time cargo tracking, along with partnerships with global operators like TSC, B2W, Maersk, and MSC.

"With more than half of the

population under 27 years of age, there is a pressing need to invest in capacity building, ensure policy consistency, and align with global standards," he added.

The CPA chairman also stressed the importance of green port development to meet carbon-reduction targets while positioning Bangladesh as a trade-ready hub by 2030.

The event concluded with a vote of thanks by Al-Mamun M Rashel, Treasurer of AmCham Bangladesh. The meeting marked a significant step toward fostering collaboration between US and Bangladeshi stakeholders to strengthen logistics infrastructure, boost trade competitiveness, and support sustainable economic growth.

[newsmanjasi@gmail.com](mailto:newsmanjasi@gmail.com)

# নিত্যপণ্য আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করার দাবি ব্যবসায়ীদের

## আমদানিকারক-গভর্নর বৈঠক

দেশের শীর্ষ ২০ আমদানিকারকের সঙ্গে গতকাল প্রথমবার বৈঠক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গত বছরের আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে মূল্যস্ফীতি কমাতে একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো খণ্ডের সুদহার বৃদ্ধি, যা ইতিমধ্যে ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এসবের পরও বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি কমছে না। বরং প্রধান খাদ্যপণ্য চালের দাম এখনো বাড়তি। অন্যান্য পণ্যের দামও প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পদক্ষেপ সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি কেন লক্ষ্য অনুযায়ী কমছে না, তা জানার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশের শীর্ষ ২০ আমদানিকারক ব্যবসায়ীর সঙ্গে গতকাল সোমবার বৈঠক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও বাজারমূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই প্রথমবারের মতো ব্যবসায়ীদের ডেকে বৈঠক করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা শোনা হয়। পণ্যের দাম কমাতে যে ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। শুধু নিয়ে যে ধরনের সমস্যা হচ্ছে, তা-ও সমাধানে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। কোনো ব্যাংকে খণ্ডপত্র (এলসি) খুলতে সমস্যা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বৈঠকে উপস্থিত দেশের শীর্ষ ভোগ্যপণ্য

আমদানিকারকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেঘনা গ্রুপ, টিকে গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, নিউজিল্যান্ড ডেইরি, ডেলটা অ্যাগ্রো ফুডের প্রতিনিধিরা।

জানা গেছে, গতকাল বিকেলে সভার শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ভোগ্যপণ্য আমদানির চিত্র তুলে ধরা হয়। এরপর একে একে ব্যবসায়ীদের কথা শোনে গভর্নর ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা। সভায় মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ভোগ্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে সমস্যা হয়, তা মেটাতে একটি লিখিত প্রস্তাব দেন।

বৈঠক শেষে মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল সাংবাদিকদের বলেন, দেশের বর্তমান ভোগ্যপণ্যের মজুত, আমদানির প্রয়োজনীয়তা এবং সরবরাহ জটিলতা নিয়ে গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তিনি চান আমদানি বাড়লেও যেন মূল্যস্ফীতি না বাড়ে। তাই বাজার বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সভায় ব্যবসায়ীরা জানান, এখনো পণ্য আমদানিতে নানা ধরনের সীমা রয়েছে। তা এখনই প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। তাঁরা জানান, একসঙ্গে বড় আকারে পণ্য আমদানির খণ্ডপত্র খুললে অনেক সময় একক গ্রাহকের খণ্ডসীমা ছাড়িয়ে যায়। এ জন্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে তাঁরা খণ্ডসীমা প্রত্যাহারের দাবি জানান। তবে গভর্নর জানিয়ে দেন, এটা সম্ভব নয়।

ডেলটা অ্যাগ্রো ফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আমিরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, আমদানিতে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ ছাড়া খণ্ডপত্রের বদলে চুক্তির বিপরীতে পণ্য আমদানির সুযোগ দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আশ্বাস দিয়েছে, পণ্য আমদানিতে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে। এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ জানান তিনি।

সভায় একজন ব্যবসায়ী বলেন, বিক্রয়তা ও

ক্রয়তার চুক্তির ভিত্তিতে নিত্যপণ্য আমদানির সুযোগ দিতে হবে। সব ক্ষেত্রে খণ্ডপত্র খোলা সম্ভব হয় না। এতে খরচ কমে আসবে। এনবিআরকে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর আশ্বাস দেন, বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখা হবে। অন্য একজন ব্যবসায়ী বলেন, আগে নিত্যপণ্য আমদানিতে কোনো শুষ্ক-কর ছিল না, এখন বসানো হয়েছে। এ ছাড়া ভোগ্যপণ্যে খণ্ডের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৮০ দিন করার প্রস্তাব দেন তিনি।

নাবিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিনুল ইসলাম স্বপন বলেন, 'বাজার স্থিতিশীল রাখতে গভর্নর যেকোনো সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আমরাও তাঁকে আশ্বস্ত করেছি, রমজানে খাদ্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখা হবে।'

সভায় আরেকজন ব্যবসায়ী জানান, ব্যাংকখণ্ডের সুদহার ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এত সুদে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া এর প্রভাব পড়ছে নিত্যপণ্যের দামে। এর জবাবে গভর্নর বলেন, খণ্ডের সুদহার এখনই কমানো হবে না। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৫-৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর আবার সুদের হার এক অঙ্কে (১০ শতাংশের নিচে) নামিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে আগামী রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করার আশ্বাস দেওয়া হয়। কোনো ব্যাংকে খণ্ডপত্র খুলতে সমস্যা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্বপ্নের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিবর হাসান নাছির বলেন, দীর্ঘদিন পর ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক চাইছে রিজার্ভ ধরে রেখে মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে এবং পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখতে।